নবী-রাসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৬। আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতদাতার বিধান (أحكام الدعاة إلى الله)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

চ. দাঈর নিয়্যত-সংকল্প (نية الداعي إلى الله)

দ্বীন ইসলাম বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ। আর নিয়্যতানুযায়ী প্রত্যেক দাঈকে প্রতিদান দেয়া হবে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দিয়েছেন ও ইবাদত করেছেন। তিনি নিজেকে দিয়েই দা'ওয়াতী কাজ শুরু করেন, তারপর পর্যায়ক্রমে তার পরিবার, নিকটাত্মীয়, তার জাতি, মক্কাবাসী ও এর চতুষ্পার্শ্বে বসবাসকারী লোকজন, আরববাসী এবং সকল শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দিয়েছেন এই বলে যে, তিনি সমগ্র মানবমণ্ডলীর কাছে আল্লাহর রাসূল হিসাবে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। এর ফলে, মানুষ দলে দলে দ্বীনে প্রবেশ করেছে।

দাঈর নিয়্যতের ৮টি স্তর রয়েছেঃ

১। নিজেকে দিয়ে দা'ওয়াত শুরু করা (أن يبدأ بنفسه):

আল্লাহ বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُعَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সে অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, যারা আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, সে ব্যাপারে অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে, যা তাদেরকে আদেশ করা হয়' (সূরা আত-তাহরীম: ৬)।

২। তারপর নিজের পরিবারকে দা'ওয়াত দেয়া (ثم يدعو أهله):

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

'আর তোমার পরিবার-পরিজনকে ছালাত আদায়ে আদেশ দাও এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোন রিযক চাই না। আমিই তোমাকে রিযক দেই আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য' (সূরা ত্বহা: ১৩২)।

৩। তারপর নিকটাত্মীয়কে দা'ওয়াত দেয়া (ثم يدعو عشيرته الأقربين)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

'আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর' (সূরা আশ-শু'আরা: ২১৪)।

৪। তারপর নিজ ক্বওমের মানুষকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেয়া (ثم يدعو قومه إلى الله): আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

'যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। হয়তো তারা হেদায়াত লাভ করবে'(সূরা আস-সাজদা: ৩)।

৫। তারপর নিজ অঞ্চল ও তার চার পার্শ্বের লোকজনকে দা'ওয়াত দেয়া (ثم يدعو أهل بلده وما حولها): আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

'যাতে আপনি মূল জনপদ ও তার আশপাশের বাসিন্দাদেরকে সতর্ক করতে পারেন, আর যাতে 'একত্রিত হওয়ার দিন'-এর ব্যাপারে সতর্ক করতে পারেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই, সেদিন একদল থাকবে জান্নাতে আরেক দল যাবে জ্বলন্ত আগুনে' (সূরা আশ-শুরা: ৭)।

৬। তারপর আরবের বা নিজ দেশের সবাইকে দা'ওয়াত দেয়া (ثم يدعو العرب قاطبة)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

'তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যিনি তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল' (সূরা আল-জুমু'আ: ২)।

৭। তারপর ব্যাপকভাবে সব মানুষকে দা'ওয়াত দেয়া (ثم يدعو الناس كافة)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'আর আমি তো কেবল তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না' (সূরা সাবা: ২৮)।

৮। তারপর পৃথিবীর সব মানুষকে দা'ওয়াত দেয়া। এমনকি জিন জাতি দাঈর কাছে আসলে তাদেরকেও দা'ওয়াত দেয়া (ثم يدعو العالم كله من الناس، والجن إن حضروا لديه)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

'আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসাবেই প্রেরণ করেছি'(সূরা আম্বিয়া: ১০৭)। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (*) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا

'বল, 'আমার প্রতি অহী করা হয়েছে যে, নিশ্চয় জিনদের একটি দল মনযোগ সহকারে শুনেছে। অতঃপর বলেছে- 'আমরাতো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, (১) যা সত্যের দিকে হেদায়াত করে; ফলে আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কক্ষনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না' (সূরা আল-জিন: ১-২)।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9325

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন